বাংলাদেশ দূতাবাস
রিয়াদ, সৌদি আরব
প্রেস রিলিজ

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদযাপন

সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ২০১৭ উদযাপন করেছে। দূতাবাসের চার্জ দ্যা আফ্যায়ার্স ও মিশন উপ-প্রধান ডঃ মোঃ নজরুল ইসলাম একুশের ভোরে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন । এরপর দূতাবাসে স্থাপিত শহীদ মিনারে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পক্ষ থেকে ফুল দেয়া হয় । এরপর সৌদি আরবে বিভিন্ন বাংলাদেশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ হতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা শুরু হয় পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত পাঠের মাধ্যমে। এরপর উক্ত দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বানী পাঠ করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । আলোচনায় অংশনিয়ে বক্তারা মহান ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেতনাকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করেন। বক্তারা মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসী নেতৃত্ব গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেন। মিশন উপপ্রধান ডক্টর মোঃ নজরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সুরক্ষায় একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। মহান ভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেতনাকে ধারন করে আমাদের সোনালী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল প্রবাসি ভাই-বোনদের একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

উক্ত দিবসের তাৎপর্য তুলেধরে দূতাবাস প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগ বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের উপর আলোকপাত করে একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে। এছাড়া সৌদি বাংলা রাইটার্স ফোরামের উদ্যোগে বাংলা ভাষা ও মুক্তি যুদ্ধের উপর লিখিত বিভিন্ন বইয়ের প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা করা হয়। দূতাবাস উপপ্রধান উক্ত স্টল দুটির উদ্বোধন করেন।প্রদর্শনী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দূতাবাসে আগত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

মহাণ শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের মধ্যদিয়ে দিবসের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

EMBASSY OF BANGLADESH
RIYADH